## আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার তিন

ডাকাতি করতে যাওয়ার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে খড়গপুর গ্রামীণ থানার পুলিশ

# বিধায়ক খুনে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিল ১০ জন

## মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ কাউকে ছাড়বে না, তোপ অভিষেকের

**কৃষ্ণগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে বিধায়ক খুনে নয়া তথ্য হাতে এল তদন্তকারী অফিসারদের। সিআইডির অফিসাররা কার্তিক মণ্ডল ও সুজিত মণ্ডল নামে দুজনকে গ্রেফতার করে ম্যারাথন জেরা চালাচ্ছেন। তাদের কাছ থেকেই জানা যায়, ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ১০ জন দুষ্কৃতী হাজির ছিল। প্রত্যেকের চাদর বা জ্যাকেটের মধ্যে লুকোনো ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। রবিবারই ধৃতদের আদালতে হাজির করা হলে তাদের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। ফলে তাদের জেরা করে আরও তথ্য জানার সুযোগ পায় তদন্তকারী অফিসাররা। জানা যায়, শনিবার রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ সরস্বতীপুজোর অনুষ্ঠানের মাঠে বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাসকে খুনের ছক আগে থেকেই কষা হয়েছিল। তবে সম্ভবত কোনোরকম রেইকি বা ঘটনাস্থল পরীক্ষা করা হয়নি। ফুলবাড়ির যে ক্লাবের পাশে মাঠে প্রচুর গাছ ছিল, অনুষ্ঠানের দিন সেখানে ভিড়ের মধ্যেই দুষ্কৃতীরা লুকিয়ে ছিল বলে তদন্তকারী অফিসারদের দাবি। ধৃতদের জেরা করে জানা গিয়েছে, কোনোভাবে দুষ্কৃতীদের জনতা ধাওয়া করলে তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও করেছিল। তাদের মধ্যে দুজন পৌঁছে গিয়েছিল সত্যজিতের একদম সামনে। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকেই গুলি করায় রক্তাক্ত সত্যজিৎকে দেখে সবাই এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়ে যে, আততায়ীদের পালিয়ে যেতে সুবিধা হয়। তবে পুলিশের দাবি, পাইপগোনটি কাছেই একটি গলির মুখে ফেলে যাওয়ার কারণ, অস্ত্রটির দাম খুব বেশি নয়। দ্বিতীয়ত, খুনি ভয় পেয়ে বাঁচার জন্য অস্ত্রটি ফেলে দেয়। সত্যজিৎ খুনের কারণ হিসেবে ধৃতরা জানায়, পুরোনো রাগের কথা। কিছুদিন আগেই তাদের মনোমালিন্য হয় ওই বিধায়কের সঙ্গে।

এদিকে, সোমবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে ফুলবাড়ির কৃষ্ণগঞ্জে যান তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পুলিশমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পুলিশ কাউকে ছেড়ে দেবে না। মুকুল রায়ের নাম না করে বলেন, কেউ খুন করাবে, অন্যায় করে দিল্লির বাবুদের পাজামা ধরে ঝুলে পার পেয়ে যাবে, এটা ভাবা ভুল। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলে, অপর নেতার নাম কী সেটাও ওরা পরিষ্কার করে বলুক। আর তাছাড়া অভিজিৎ পান্ডুলির মা নিজেই স্বীকার করছেন, তাঁর ছেলে আরএসএস করে, বিজেপির লোক। এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতিকেও একহাত নিয়ে অভিষেক বলেন, তিন-চারমাস আগে দিলীপবাবুরা বলেছিলেন, 'অনাথ করে দেব।' এসব তারই ফল। এদিন ঘটনাস্থলে হাজির হন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ মতুয়া মহাসংঘের তরফে মমতাবালা ঠাকুরও। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, সত্যজিৎ সেরা সংগঠক ছিল। সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই ওকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষেছে বিজেপি। মমতাবালা ঠাকুর জানান, সোমবার মতুয়াদের তরফ থেকে রেল অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে শিয়ালদা-গেদে শাখার ভায়না স্টেশন, নদিয়ার হাঁসখালি, দমদম জংশন, বারাসত, কাঁচরাপাড়া সহ একাধিক জায়গায়। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই অবরোধ হয়। ফলে অফিসযাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হন।

# মন্ত্রী, সাংসদদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে তৎপরতা

**কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** নদিয়ার বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাসের খুনের ঘটনার পর রাজ্যের মন্ত্রী থেকে বিধায়ক সকলের নিরাপত্তা নিয়ে এখন জোর তৎপর পুলিশ ও প্রশাসন। তাঁদের দেহরক্ষী থেকে শুরু করে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েনের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ দপ্তরের নির্দেশের পর জেলা পুলিশ-প্রশাসন এই প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রী ও বিধায়কদের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলছে পুলিশ। দেহরক্ষী বা নিরাপত্তারক্ষী ছুটিতে থাকলে তাঁদের জায়গায় বিকল্প কাউকে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা তা জরুরি ভিত্তিতে দেখার জন্য জেলা পুলিশ সুপারদের নির্দেশ পাঠিয়েছে নবান্ন। নদিয়ার প্রয়াত বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী ছুটিতে থাকার সময়ই এই হত্যাকাণ্ড হওয়ায় উদ্‌বেগ বেড়েছে রাজ্য প্রশাসনে। কেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল বা কী কারণে এই বিধায়কের নিরাপত্তার দিকটি ভেবে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হল না, তা নিয়ে তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিরাপত্তার ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপারদের বিস্তারিত রিপোর্ট অবিলম্বে নবান্নে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানান, মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিরাপত্তার বিষয়ে রিপোর্ট পাঠানোর পাশাপাশি কারও অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করার জন্য জেলা পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ ও গোয়েন্দাদের মধ্যে এই ব্যাপারে সমন্বয় করেই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ভিআইপিদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রয়োজনে ক্যাটিগোরি বদল করার বিষয়েও জোর দিতে বলা হয়েছে। এখন মন্ত্রী বা বিধায়কদের মতো ভিআইপি'র নিরাপত্তার ক্যাটিগোরি যা আছে তা আরও বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কিনা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

মন্ত্রী ও বিধায়কদের মতো শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয়ে থাকে। বিধায়ক ও সাংসদরা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও এই নিরাপত্তারক্ষী পেয়ে থাকেন। আলাদা করে সে বিষয়েও অতিরিক্ত নজর দিতে বলা হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে। জেলার পুলিশ সুপাররা এখন ব্যক্তিগতভাবে জেলার মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। নিরাপত্তারক্ষীরা ঠিকমতো তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন কিনা, সুনির্দিষ্টভাবে তাও জানতে চাইছেন পুলিশ সুপাররা। সোমবার এই ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক তথা জলপাইগুড়ির জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী জানান, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপাররা এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নিয়েছেন।

এদিকে রাজ্য তৃণমূল সূত্রের খবর, শুধু পুলিশ প্রশাসনই নয়, দলীয় স্তরেও তৃণমূল নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এঁরা কোথাও কোনো কর্মসূচিতে গেলে সেখানে প্রয়োজনীয় পুলিশি ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পর্যাপ্ত থাকছে কিনা সে দিকেও বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে।

## কলকাতায় নিখোঁজ কার্তিক গড়াইকে ধরল পুলিশ

**পুরুলিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** পুরুলিয়ার ভাংড়গ্রামের নবকুঞ্জ মাঠে ৫ ফেব্রুয়ারি জনসভা করেন যোগী আদিত্যনাথ। সেই জনসভা থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যান বিজেপি কর্মী কার্তিক গড়াই। উদ্ধার হয়েছিল তাঁর মোটরবাইক এবং মোবাইল ফোনের খাপ। তৃণমূলের বিরুদ্ধে কার্তিককে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। এরপর থেকেই তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ কলকাতার একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে কার্তিককে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তাঁকে উদ্ধারের পর উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অপহরণ নয়, বাজারে অনেক দেনা হয়ে গিয়েছে তাঁর। তাই পাওনাদারদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই সে অপহরণের নাটক ফেঁদে ছিল। সোমবার ঘটনার কথা জানান পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার আকাশ মেঘারিয়া।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার দিন ইচ্ছে করে কার্তিক গড়াই তার বাইকটি ওভাবে ফেলে যায়। সেখান থেকে সে চলে যায় বীরভূম স্টেশনে। ট্রেন ধরে আসে পুরুলিয়ায়। এখান থেকে বাস ধরে কলকাতায় যায়। সেখানে একটি হোটেলে এতদিন ছিল কার্তিক। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি চিটফান্ড সংস্থায় কাজ করতেন। এর নাম করে ১০-১২ লক্ষ টাকা বাজার থেকে তুলে নেওয়া ছাড়াও বিপুল পরিমাণ দেনাও করেছিল। তাই পাওনাদারদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই অপহরণের নাটক সাজিয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে।

## নিখোঁজ তিন শ্রমিক, ঘটনাস্থলে মন্ত্রী

# ঘোলায় প্লাস্টিক চেয়ার তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

**কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ** সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ এক বিধ্বংসী আগুন লাগে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন ঘোলা থানার একটি প্লাস্টিকের চেয়ার তৈরির কারখানায়। কারখানাটির তিনতলায় মজুত ছিল প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য ও দাহ্য বস্তু। যার ফলে বাড়িটিতে তাড়াতাড়ি আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে একসঙ্গে ৩০টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। আগুন নেভাতে গিয়ে একজন দমকলকর্মী গুরুতর আহত হন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। আগুন যখন লাগে, তখন কারখানাটিতে বেশ কিছু কর্মী কর্মরত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করা হচ্ছে আগুনের দরুন তাঁরা কারখানার মধ্যে আটকে রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন, আগুন এতটাই ভয়ানক আকার নিয়েছে যে বাড়িটির দোতলা ও তিনতলায় এখনও পর্যন্ত দমকলকর্মীরা ঢুকতে পারেননি। তাঁরা ঢুকবার চেষ্টা করছেন। কারখানাটিতে তিনজন কর্মী আটকে থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

গত কয়েকমাস যাবৎ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় একের পর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে। বাগরি মার্কেটের অগ্নিকাণ্ড দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর মেট্রো রেলের ময়দান স্টেশন, এরপর গড়িয়াহাট মোড়ের একটি বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগে, আর সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি নামি গাড়ির দোকানসহ বেশ কয়েকটি দোকান। সেইসঙ্গে পুড়ে যায় ওই বহুতলটির পাঁচতলা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট। এরপরে উত্তর ২৪ পরগনার বিধাননগরের নিউটাউনে এক বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যায় সাপুরজি পালনজি বাজারের প্রায় ৪০টি দোকান এবং আগুনে পুড়ে যায় মধ্য কলকাতার পোস্তা থানার একটি কাপড়ের গুদাম। আর তারপরই ঘটল এদিন ঘোলার প্লাস্টিক চেয়ার তৈরির কারখানার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৩০টি দমকল ইঞ্জিন টানা ৫ ঘণ্টার চেষ্টায়ও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়েই প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং স্থানীয় একটি ক্লাবের সদস্যরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দেয়। তারপর দমকল বাহিনীর কর্মীরা এসে পৌঁছান।

## গোষ্ঠী সংঘর্ষে তৃণমূল কর্মী মৃত কেশপুরে

**কেশপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** কেশপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক তৃণমূল কর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার ৪ নম্বর কোনার অঞ্চলে। মৃতের নাম নন্দ পণ্ডিত (৬২)। ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জমিবিবাদকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে কেশপুরের চার নম্বর কোনার অঞ্চলে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। বাঁশ, লোহার রড, হাঁসুয়া নিয়ে এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল বুথ সভাপতি অজিত পণ্ডিত সহ তাঁর পরিবারের তিন সদস্যকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের রাতেই মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হলে নন্দকে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। যদিও জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নয়, পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কেশপুর থানার পুলিশ।

# নিখোঁজ তৃণমূল নেতার দেহ মিলল হুগলিতে

**হুগলি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা-র সভার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন কাঁথির তৃণমূল নেতা রীতেশ রায়। এদিন তাঁর দেহ মিলল হুগলির দাদপুর থেকে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির ৩ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির দুরমুঠের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন রীতেশ। তাঁর বাড়ি থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে সভা করেছিলেন অমিত শা। পরিবারের দাবি, সেদিন সভায় যাওয়া ও আসার পথে শাসকদলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায় বিজেপির সমর্থকরা। যার প্রতিবাদ করেছিলেন রীতেশ। এরপর গত চারদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্ধু শৌভিকের সঙ্গে মালদা যাচ্ছেন বলে ফোনে জানান। তারপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। কাঁথির মারিশদা থানায় নিখোঁজ ডায়ারিও করা হয়।

শনিবার ভোরবেলায় এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ মেলে হুগলির দাদপুর এলাকায়। নিয়ম অনুসারে খবর যায় মারিশদা থানাতেও। বাবার ছবি দেখে শনাক্ত করেন রীতেশের ছেলে। হুগলির চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর গলায় কালশিটে দাগ রয়েছে। সম্ভবত শ্বাসরোধ করেই খুন করা হয়েছে ওই তৃণমূল নেতাকে। এরপরই আঙুল ওঠে বিজেপির দিকে। তৃণমূল নেতা কনিষ্ক পন্ডা বলেন, 'বিজেপির লোকজনই ওঁকে অপহরণ করে খুন করেছে। অমিত শা-র সভার দিনই চিহ্নিত করা হয় রীতেশকে। এরপর কোলাঘাট যাওয়ার পথে রীতেশকে অপহরণ করে হুগলির দাদপুর থানা এলাকায় রাস্তার ধারে গলায় ক্ষুর বসিয়ে খুন করা হয়েছে।' অভিযোগ অস্বীকার করেন বিজেপির কাঁথির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তপন মাইতি। বলেন, এটা দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু তদন্ত ছাড়াই বিজেপি-কে দায়ী করা উচিত নয়।

## মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা বড়োমা'র চিঠি নিয়ে বিতর্ক

**কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ** লোকসভায় পাস হওয়া নাগরিক বিলকে সমর্থন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা মতুয়া সম্প্রদায়ের বড়োমা'র চিঠিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সেই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে মমতাবালা ঠাকুরের সঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুরের। মমতা বালার দাবি, বড়োমা ওই চিঠি সই করতে পারেন না। বয়স ১০০, অসুস্থ। তাই কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেই চিঠি দিয়েছে। শান্তনু ঠাকুরের দাবি, নাগরিক বিল পাস হলে মতুয়া সম্প্রদায়েরই যে উপকার হবে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী বড়ো মাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বড়োমা মুখ্যমন্ত্রীকে ওই বিল সমর্থন করার অনুরোধ করে চিঠি দেন।

# মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসতে গিয়ে মান্নান সহ ধৃত ৬০

**কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ** ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসতে গিয়ে বিধানসভার বিরোধী নেতা আবদুল মান্নান সহ গ্রেফতার হলেন ৬০ জন যুব কংগ্রেস নেতা ও কর্মী। এদিন দুপুরে রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরানো, চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্ত দ্রুতগতিতে শেষ করা সহ একাধিক দাবি তোলা হয়। জানা যায়, মেট্রোর সামনে ধরনায় বসার জন্য কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েও অনুমতি পায়নি যুব কংগ্রেস। সম্প্রতি সারদা কাণ্ডে কলকাতা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের কাছ থেকে সিবিআই তথ্য তলব করতে তাঁর বাড়িতে যাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনদিন মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ধরনায় বসলেও অন্যরা কেন সেখানে ধরনায় বসতে পারবে না বলে প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। কিন্তু তাতেও অনুমতি না পাওয়ায় তারা এদিন টিপু সুলতান মসজিদের সামনে থেকে মিছিল করে মেট্রো চ্যানেলে গেলে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। চলে বিক্ষোভ ও ধস্তাধস্তি। এর জেরেই পুলিশ ৬০ জনকে গ্রেফতার করে অবস্থা সামাল দেয়।

অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপির তরফ থেকেও মেট্রো চ্যানেলে ২১ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ধরনার অনুমতি চাওয়া হয়। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু জানান, রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরানো ও চিটফান্ডে প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ধরনায় বসতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু তাদেরও অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানান, রাজ্যে বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দিয়ে সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করছে রাজ্য সরকার। জবাবে তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করবেন, বিজেপি তাই করতে চায়। আমরা আগে কন্যাশ্রী চালু করেছি। তাই দেখে ওরা 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' শুরু করেছে। ২০১৮-র ৩১ ডিসেম্বর কৃষক বন্ধু চালু করেছি। তারপর প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনা শুরু হয়েছে। তার চেয়ে বরং বিজেপি দলটাকেই তুলে দিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আস্থা রেখে দিল্লিতে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিক, মানুষের আশীর্বাদ পাবে বিজেপি।

## আত্মঘাতী কাকা ও ভাইপো

**বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** মন্তেশ্বরের পিপলন পঞ্চায়েতের খাতড়া গ্রামে একই গাছে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় কাকা ও ভাইপোর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। যদিও পুলিশের অনুমান একই তরুণীর প্রেমে পড়েছিলেন কাকা প্রশান্ত রায় (২৩) ও ভাইপো বিধান রায় (১৮)। বিষয়টি জানতে পেরে দুজনের থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয় প্রেমিকা। এরপরই আত্মঘাতী হন তাঁরা। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রশান্তর দিদি কাজল রায় জানান, রবিবার প্রশান্ত ও বিধান সারাদিন একসঙ্গে ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত দুজনের কেউই বাড়ি ফেরেনি। পরে এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রেমঘটিত বিষয়টি অস্বীকার করেনি মৃতদের পরিবার।

## দেহ নিয়ে যশোর রোড অবরোধ

# ওড়িশায় বাঙালি যুবকের রহস্যমৃত্যু

**কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ** ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল আরও এক বাঙালি যুবকের। মৃতের নাম উত্তম জানা। শনিবার ওড়িশার রাজনগর স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধার থেকে উত্তম জানার মৃতদেহ উদ্ধার করে জিআরপি। এদিন তাঁর দেহ নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার যশোর রোড অবরোধ করে মৃতের পরিবার। তাঁদের দাবি, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্যই খুন হতে হচ্ছে ভিন রাজ্যে কর্মরত যুবকদের। পুলিশের তরফে অবরোধ তুলতে এলে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়। অবরোধকারীরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন। অসমের পর এবার ওড়িশাতেও রহস্য মৃত্যু হল এক বাঙালি যুবকের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস চারেক আগে কাজের জন্য গুজরাট গিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার উত্তম জানা। মঙ্গলবার বাড়ি ফিরে আসছেন বলে জানান উত্তম। বৃহস্পতিবার শেষবার ফোনে যোগাযোগ করা যায় তাঁর সঙ্গে। তখন তিনি ট্রেনে ছিলেন। তিনি বলেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ আওয়াজ। একদল লোক আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।' এরপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। পুলিশের ধারণা, শ্বাসরোধ করে খুন করে রেললাইনের ধারে ফেলে দেওয়া হয় উত্তমকে।

## গাড়ি উলটে মৃত ২

**হলদিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** হলদিয়ার জেলখানা মোড় এলাকার একটি পুকুরে গাড়ি উলটে গুরুপদ সিং (৪৫)ও রামনারায়ণ মণ্ডল (৪২) নামে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাতের দিকে রামনারায়ণকে তাঁর গাড়িতে করে হলদিয়া সিটি সেন্টারের দিক থেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন হলদিয়া বন্দরে কর্মরত গুরুপদ সিং। জেলখানা মোড়ের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি পুকুরে পড়ে যায়।

## বিজেপি সমর্থকের উপর হামলা

**হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** হাওড়ার শিবপুর এলাকায় এক বিজেপি সমর্থকের উপর হামলা ও বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। রবিবার রাতে সরস্বতীপুজোর অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন বিজেপি সমর্থক সুনীল পাঠক। তখন তাঁর উপর একদল দুষ্কৃতী আক্রমণ করে। চলে বোমাবাজিও। আহতকে উদ্ধার করে স্থানীয়রাই হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভরতি করে। খবর যায় শিবপুর থানায়। ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশবাহিনী। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এই হামলার পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে। পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত চলছে।

# শিলষষ্ঠীতে পান্তাভাতের পরব রাঢ় বাংলায়

*হলুদ কাপড় পরিয়ে শিল ও নোড়ার পুজো করা হচ্ছে। ছবি ঃ রূপেশ খান*

**বাঁকুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ** হিন্দুধর্ম মতে ষষ্ঠী ঠাকুর হল সন্তানের দেবী। বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্ন রূপে ষষ্ঠীদেবীকে পুজো করেন রাঢ় বাংলার মানুষ। তার মধ্যে বসন্ত পঞ্চমীর পর দিন যে ষষ্ঠীপুজো হয় সেটাই সবচেয়ে বড়ো করে করা হয়। এদিন রাঢ় বাংলার মানুষ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। এই পুজোতে মশলা পিসাই করা শিলকে মাতৃরূপে এবং নোড়াকে সন্তানরূপে পুজো করা হয়। এদিন রাঢ় বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বেশিরভাগ (৩৬টি সম্প্রদায়) বাড়িতে অরন্ধন পালিত হয়। এদিন নয় ধরনের ডাল- কলাই, গোটা সবজি, কন্দ সহ এক সুস্বাদু পদ তৈরি করা হয়। তাই এদিন গোটা সিদ্ধ পরব নামে পরিচিত। এই পদের সঙ্গে থাকে মাছও।

পঞ্চমীর দিন পাঁচ বা তার অধিক সংখ্যক (বিজোড় সংখ্যা) পদ রান্না করা হয়। রাতে রান্না করা খাবারগুলি শিল এবং নোড়ার সামনে রেখে পুজো করা হয়। এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মা যেমন সন্তানকে তেল , হলুদ, মেথি সহ বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য মাখান তেমনি এদিন শিল ও নোড়াকে লালশালু বা হলুদ কাপড় মুড়িয়ে তেল, সিঁদুর মাখিয়ে লক্ষ্মীর পাশে রাখা হয়। তবে পুজোর উপকরণ বলতে লাগে পুকুরের বালি, সরস্বতীপুজোর জন্য আনা অব্যবহৃত ফুল, পুজোয় না ব্যবহৃত জল, শেওলা এবং শামুক। সম্প্রদায় ভেদে বাঁশপাতাও প্রয়োজন হয়। সিমলাপালের চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা বিজলি ঘোষ বলেন, 'এসব উপকরণ কেন লাগে বলতে পারব না। তবে দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই পুজো হয়ে আসছে। পুজোর কোনো মন্ত্র নেই। শিল ও নোড়া উর্বরতার দেবী। তাই পরিবার ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই পুজো করা হয়। পুজোর প্রধান নৈবেদ্য হল পান্তাভাত যা আগের দিন দেবীর জন্য পৃথকভাবে রান্না করা হয়।' এদিন আত্মীয়রাও বাড়িতে আসেন। সাধারণত গৃহস্থের ঠাকুরঘর অথবা ধানের গোলার নীচে ষষ্ঠীমূর্তি বা ষষ্ঠীনুড়ি সারা বছর স্থাপিত থাকে।

## অনুষ্ঠান নানা চ্যানেলে

রানু অবাক হয় যখন ধ্রুব তাকে বলে যে সে রানুকে ভালোবাসে না! **রানু পেল লটারি** মহাসপ্তাহ রাত ১০টা জি বাংলা

## খেলা

**ক্রিকেট ঃ** সোনি টেন টু ঃ সকাল ৯.২০ ইরানি ট্রফি ঃ অবশিষ্ট ভারত বনাম বিদর্ভ সোনি ইএসপিএন ঃ সন্ধে ৭.৩০ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ড, তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের ৪র্থ দিনের খেলা

**ফুটবল ঃ** উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ঃ সোনি টেন ওয়ান ঃ রোমা বনাম পোর্তো।

**উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ**

**পিএসজি বনাম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, সোনি টেন টু**

(দুটি ম্যাচই রাত ১.৩০)

**(ম্যাচগুলি দেখুন সরাসরি)**

### ডিডি বাংলা

বিকেল ৩.০০ সংবাদ এক নজরে, ৩.০২ সুস্বাস্থ্য, ৫.১০ ক্যামেরা চলছে, ৫.৩০ কৃষি দর্শন, সন্ধে ৬.০০ সংবাদ এক নজরে, ৬.০২ যুব আড্ডা, ৬.৩০ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, ৭.৩০ অর্থনীতির দুনিয়া, রাত ৮.৩০ ছায়াছবির গান, ৯.০৫ এখন মি